বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর ২০২০-২০২১
অর্থবছরের হিসাব সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ২৮/২০২৩

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাব সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ২৮/২০২৩

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অংশ	
১	মুখবন্ধ	v
	অধ্যায়-১	
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৭
৪	শব্দ সংক্ষেপ	৯
	অধ্যায়-২	
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১১
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৫
	দ্বিতীয় অংশ	
৭	পরিশিষ্টসমূহ	২৯

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority, Local Authority এবং Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের আর্থিক কার্যক্রমের উপর পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৯টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এর সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

(মোঃ নূরুল ইসলাম)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

তারিখঃ ০৪/০১/১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৮/০৪/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্যঃ

এই রিপোর্ট নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় এর অধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপর প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদিকে অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ঃ

The Chittagong Port Authority Ordinance, 1976 অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে।

১. বন্দরের ব্যবস্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ, অগ্রগতি এবং উন্নয়ন।
২. বন্দর ও বন্দরের প্রবেশমুখে পর্যাপ্ত এবং দক্ষ বন্দর সেবা ও সুবিধাদি যোগান এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
৩. বন্দর এলাকায় বার্থিং ও জাহাজ চলাচলের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি।
৪. চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ অনুসারে প্রয়োজনীয় যে কোন দায়িত্ব পালন।

জনবল কাঠামো ঃ

বন্দর ব্যবস্থাপনা ও বন্দর প্রশাসন একজন চেয়ারম্যান এবং চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত পর্ষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকার কর্তৃক চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের নিয়োগ প্রদান করা হয়।

মোট বিভাগ রয়েছে ১৭টি।

অনুমোদিত জনবল ৮,৭৪৭ জন।

বিদ্যমান জনবল ৬,৫৯৯ জন।

শূন্যপদ ২,১৪৮ টি।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রামঃ

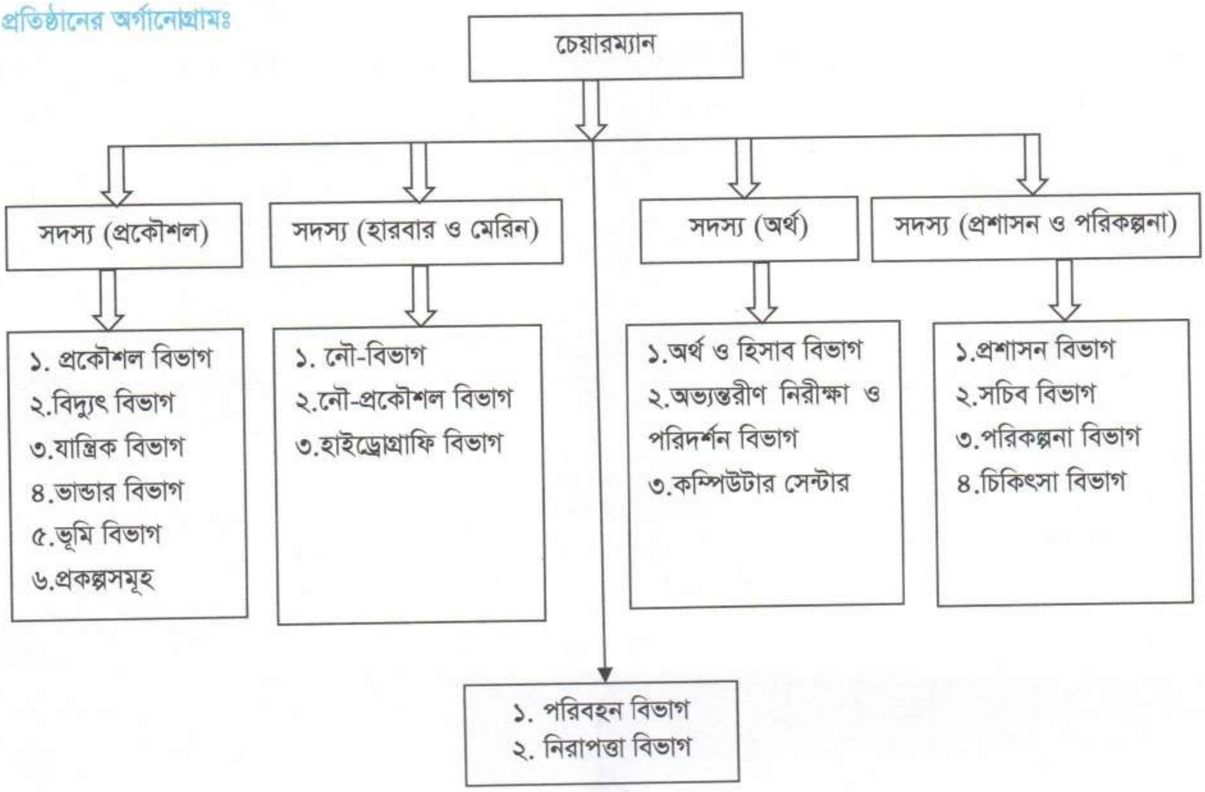

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী

- বন্দর ব্যবস্থাপনা, পরিচালন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
- বন্দর ব্যবহারকারীদের দক্ষ সেবা ও অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদান।
- বন্দর অধিক্ষেত্রে জাহাজ বার্থিং ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ।
- মালামাল গ্রহণ, হ্যান্ডলিং, শিপমেন্ট, সরবরাহ ও বিতরণকার্যে যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিচালনা ব্যবস্থাপনা।
- বার্থ অপারেটর/টার্মিনাল অপারেটর/ঠিকাদারের মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে স্টিভিডোরিং ও শোর হ্যান্ডেলিং কার্যক্রম পরিচালনা।
- সার্বক্ষণিকভাবে কার্গো/কন্টেইনারসমূহ গ্রহণ, সরবরাহ ও জাহাজীকরণ।
- ট্রান্সশিপমেন্ট/পুনঃ জাহাজীকরণ।
- বাল্ক কার্গো ও কন্টেইনারের সার্বক্ষণিক সংরক্ষণ সুবিধা।
- লেস কন্টেইনার লোড এর জন্য কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন সুবিধা।
- বহিঃ নোঙ্গরে সার্বক্ষণিক ডেলিভারী সুবিধা।
- স্টেক হোল্ডার/বন্দর ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ধরণের লাইসেন্স/অনাপত্তিপত্রের বীমা/নবায়নকরণ।
- সার্বক্ষণিক পাইলটেজ সুবিধা।
- নৌ-চ্যানেলে জাহাজ চলাচলে সহায়তা প্রদান।
- বেতার নিয়ন্ত্রণসহ বার্থিং/আনবার্থিং কার্যক্রম পরিচালনা।
- বহিঃ নোঙ্গর ও জেটিতে অবস্থানরত জাহাজে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ।
- প্রয়োজনে টাগ বোট, মুরিং বোট, বয়া, লিফটিং ভেসেল ইত্যাদি ব্যবস্থা করা।
- নিরাপত্তা এবং আই এস পি এস কোড সংশ্লিষ্ট সকল সহায়তা প্রদান।
- প্রয়োজনে অনিশ্চিত সম্ভাবনার পরিকল্পনা ও জাহাজডুবির ক্ষেত্রে উদ্ধার কাজ সম্পাদন।
- বৈদেশিক জাহাজ ও ক্রুদের নিরাপত্তা বিধান করা।
- বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে গবেষণার জন্য টাইডাল ও পানির গুণাগুণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহের সুযোগ।
- নৌ-চ্যানেল হতে পলি ও বালি অপসারণের জন্য বাইরের এজেন্সী/সংস্থাকে ড্রেজিং এর অনুমতি প্রদান।
- বিভিন্ন সংস্থাকে খনন ও জরিপ কাজে সহায়তা করা।
- বন্দরের কৃষি, অকৃষি এবং বাণিজ্যিক ভূমির লাইসেন্স/ইজারা/ভাড়া ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- জাহাজ বার্থিং, লোডিং ও ডিসচার্জ সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিচালন এবং বন্দর অধ্যাদেশ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল কার্যাদি সম্পাদন।

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator:

- বন্দরের আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে সমুদ্র পরিবহণের সেবার মানোন্নয়ন।
- বন্দরের কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা/স্টোরেজ বৃদ্ধি ও পণ্য ব্যবস্থাপনা সহজীকরণের লক্ষ্যে ওভার ফ্লো ইয়ার্ডের অবকাঠামোগত উন্নয়ন।
- বন্দর ব্যবস্থাপনা, পরিচালন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
- বন্দর ব্যবহারকারীদের দক্ষ সেবা ও অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদান।
- সার্বক্ষণিকভাবে কার্গো/কন্টেইনারসমূহ গ্রহণ, সরবরাহ ও জাহাজীকরণ এবং পুন জাহাজীকরণ।
- বৈদেশিক জাহাজ ও ক্রুদের নিরাপত্তা বিধান করা।

প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য:

নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মোট আয়-ব্যয় **(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)**

অর্থবছর	২০২০-২০২১
আয়	৩,০৮,৫৬৩.৫১
রাজস্ব ব্যয়	১,৮৮,৯২১.৫৮
মূলধন ব্যয়	৪১,১৩০.৭১

অডিটের আইনগত ভিত্তি:

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority, Local Authority এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

অডিটের পরিধি:

পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আয়, রাজস্ব ব্যয় এবং মূলধন ব্যয় নিরীক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর ১২ টি বিভাগকে ঝুঁকির ধরণ বিবেচনা করে ০৬ টি বিভাগ উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন, ০৩ টি বিভাগ মধ্যম ঝুঁকি সম্পন্ন এবং ০৩ টি বিভাগ নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য:

অডিটের বিষয়বস্তু:

- সকল প্রকার লেনদেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- Financial Rules and Regulations মোতাবেক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- পিপিএ, ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮ অনুসরণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- Delegation of Financial Power অনুযায়ী অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- এনবিআর কর্তৃক জারীকৃত আয়কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত আদেশ ও SRO (Statutory Regulatory Order) অনুসরণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- Tarrif Manual অনুযায়ী আয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।

অডিটের কৌশল:

আলোচ্য অডিটের তথ্য সংগ্রহকালীন নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পসমূহের বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহের ম্যাটেরিয়ালিটির বিষয়টি Judgement এর ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। নিরীক্ষায় ম্যাটেরিয়ালিটি নির্ধারণ নিরীক্ষকের Professional Judgemental এর ওপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে transaction এর সংখ্যাবাচক (i.e., value) ও গুণবাচক (i.e., context & nature) বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিটি বিভাগের Transaction ডাটা বিশ্লেষণের পর এবং sampling এর ক্ষেত্রে যে সকল ফ্যাক্টর বিবেচনা করা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে সংখ্যাবাচক ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেল Risk Factor অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষার সময়ে লেনদেনের প্রকৃতি এবং content বিবেচনায় গুণবাচক Materiality নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এখানে নির্ধারিত সংখ্যাবাচক ম্যাটেরিয়ালিটি শুধুমাত্র মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষা পদ্ধতির জন্য প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও খরচের প্রকৃতি, High Value Transaction, বছরান্তে (মে/জুন মাসে) সংগঠিত ব্যয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে নমুনায়ন করা হয়েছে।

অডিট সময়কাল:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এর অধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাবের ওপর ১২/০৯/২০২১ খ্রি. হতে ৩০/১১/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার অধীন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আয়-ব্যয় ও বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (০৯টি SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ০৯টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং জড়িত টাকার পরিমাণ ২৪৪,৮৯,৬৯,৯৮৩ (দুইশত চুয়াল্লিশ কোটি উননব্বই লক্ষ উনসত্তর হাজার নয়শত তিরাশি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ১০.৬৭%।

এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপঃ

- আউট সোর্সিং নীতিমালা, ২০১৮ লঙ্ঘন।
- সিপিডব্লিউ-এ কোড এর প্যারা লঙ্ঘন।
- জি. এফ.আর (GFR) এর লঙ্ঘন।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশের লঙ্ঘন।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আদেশ ও SRO লঙ্ঘন।
- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর লঙ্ঘন।
- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের স্থায়ী আদেশের লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায় ও ব্যয় প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

BOQ	:	Bill of Quantity
CPA	:	Chittagong Port Authority
CPTU	:	Central Procurement Technical Unit
DPP	:	Development Project Proposal
FCL	:	Full Container Load
GCC	:	General Conditions of Contract
IT	:	Income Tax
LC	:	Letter of Credit
LCL	:	Less Container Load
NOA	:	Notification Of Award
PCC	:	Particular Conditions of Contract
PPR	:	Public Procurement Rules
STD	:	Standard Tender Documents
SRO	:	Statutory Regulatory Order
TEC	:	Tender Evaluation Committee
VAT	:	Value Added Tax
চবক	:	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

৩—

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

ক্র. নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিলামে বিক্রিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য হিস্যা আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	১৬,১১,১৬,১১৪
২	বিভিন্ন ব্যক্তি/সংস্থার নিকট ভূমি ইজারার অর্থ অনাদায়ী থাকায় বন্দরের আর্থিক ক্ষতি	৪৫,৩৫,৬৭,৮৭২
৩	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	১,৪০,৭৩,৮৭৫
৪	চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেড এর জেটিতে বার্থিংকৃত জাহাজের বার্থ হায়ার চার্জ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতি	৩,৮৯,২৭,১০৩
৫	মানবসম্পদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে আউটসোর্সিং নীতিমালা বহির্ভূত প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ বিল পরিশোধ করায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি	২৩,৮৩,৯৩২
৬	অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত মূল্যসীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক কার ও মাইক্রোবাস ভাড়ার বিল পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	৪,১৫,০৪,৯৫৫
৭	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকাস্থ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কক্ষের Remodeling and Interior Decoration of Rooms-এর কাজ সম্পাদন করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	৫,২৮,৮৪,৮৮৫
৮	বিল-ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথি নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি	১৬৩,১৩,৪১,৫০৮
৯	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর নিকট হতে পোর্ট ডিউজ অন ভেসেল, বার্থিং, আন-বার্থিং টাগ, পাইলটেজ, মুরিং চার্জ, পানির বিল, নাইট চার্জ এবং বার্থ হায়ার বাবদ অনাদায়	৫,৩১,৬৯,৭৩৯
	মোট =	২৪৪,৮৯,৬৯,৯৮৩

(কথায়: দুইশত চুয়াল্লিশ কোটি উননব্বই লক্ষ উনসত্তর হাজার নয়শত তিরাশি)

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নম্বর-০১

শিরোনাম: কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিলামে বিক্রিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য হিস্যা আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ১৬,১১,১৬,১১৪ (ষোল কোটি এগার লক্ষ ষোল হাজার একশত চৌদ্দ) টাকা।

বিবরণ:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিলামে বিক্রিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য হিস্যা আদায় না করায় সংস্থার ১৬,১১,১৬,১১৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত কার্যালয়ে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত, দপ্তরাদেশ, কাস্টমস্ এর নিলাম আদেশসমূহ পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন শেডে, ওপেন স্পেসে খালাস বিহীন পণ্য, কার্গো ও কন্টেইনারসমূহ সরকারি রাজস্ব সংগ্রহ ও বন্দরের কার্যক্রম গতিশীলতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিলামে বিক্রয় করা হয়ে থাকে।

খালাস বিহীন পণ্য, কার্গো ও কন্টেইনারসমূহ বন্দরের অভ্যন্তরে দীর্ঘসময় থাকার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক) কমিশনার অব কাস্টমস্, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর স্থায়ী আদেশ নং-০৮ এর ধারা ১৮, তারিখ: ১৭/০৪/২০০১ খ্রি. অনুযায়ী এফসিএল এবং এলসিএল চালানের উপর নিলামে বিক্রিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের যথাক্রমে ২০% ও ১৫% হিস্যা হিসেবে প্রাপ্য। The Chittagong Port Authority Ordinance-1976 এর ধারা ৪৪ অনুযায়ী সমস্ত বকেয়া, টোল চার্জ, ভূমি রাজস্ব আদায়ের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ হতে মার্চ/২০১৪ মাসের পর নিলামে বিক্রিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের কোন হিস্যা আদায় করতে পারেনি। শুধু ২০২০-২০২১ অর্থবছরেই কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট ১৬,১১,১৬,১১৪ টাকা পাওনা রয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট নং-০১]**

অনিয়মের কারণ:

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের স্থায়ী আদেশ নং-০৮ এর ধারা ১৮, তারিখ: ১৭/০৪/২০০১ খ্রি. এবং The Chittagong Port Authority Ordinance-1976 এর ধারা ৪৪ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

নিলামে বিক্রিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এলসিএল কার্গোর ক্ষেত্রে ১৫%এবং কন্টেইনারের ক্ষেত্রে ২০% হিস্যা পেয়ে থাকে। নিলাম বাবদ পাওনা হিস্যা আদায়ের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে কোনরূপ গাফিলতি নেই। কাস্টমস্ কর্তৃক নিলামের হিস্যা বাবদ পাওনা নিষ্পত্তির জন্য সম্প্রতি একটি সভা আহবান করা হয়েছিল। উক্ত সভায় কাস্টমস্ এর চাহিদা মোতাবেক বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে লট ভিত্তিক হিস্যা পাওনার হিসাব প্রেরণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর এবং চট্টগ্রাম কাস্টমস্ উভয় সরকারী সংস্থা হওয়ায় পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে হিস্যা বাবদ পাওনা আদায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বিধায় তা অত্র সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচনার অবকাশ নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে জবাবে হিস্যা বাবদ পাওনা আদায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলা হলেও কোন পাওনা আদায় করা হয়নি।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

অতিসত্বর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অনাদায়ী অর্থ চট্টগ্রাম কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

শিরোনাম: বিভিন্ন ব্যক্তি/সংস্থার নিকট ভূমি ইজারার অর্থ অনাদায়ী থাকায় বন্দরের আর্থিক ক্ষতি ৪৫,৩৫,৬৭,৮৭২ (পয়তাল্লিশ কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার আট শত বাহাত্তর) টাকা।

বিবরণ:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যক্তি/সংস্থার নিকট ভূমি ইজারার অর্থ অনাদায়ী থাকায় বন্দরের আর্থিক ক্ষতি ৪৫,৩৫,৬৭,৮৭২ টাকা।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত কার্যালয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি/সংস্থার নিকট ভূমি ইজারার বকেয়া তালিকা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি/সংস্থার নিকট ভূমি ইজারা দিয়ে আসছে। বিভিন্ন ব্যক্তি/সংস্থার নিকট পূর্ব হতেই বিপুল পরিমান অর্থ অনাদায়ী রয়েছে।

The Chittagong Port Authority Ordinance-1976 এর ধারা ৪৪ মোতাবেক সমস্ত বকেয়া টোল, চার্জ, রেট ভূমি রাজস্ব বকেয়াসমূহ আদায় করার নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি। শুধু ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বন্দর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ব্যক্তি/সংস্থার নিকট ৪৫,৩৫,৬৭,৮৭২ টাকা পাওনা রয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট নং-০২]**।

অনিয়মের কারণ:

The Chittagong Port Authority Ordinance-1976 এর ধারা ৪৪ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

প্রতিষ্ঠানগুলোর পাওনা আদায়ের জন্য দ্বি-পক্ষীয় ও আন্ত:মন্ত্রণালয় পর্যায়ে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ব্যক্তি/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এর নিকট পাওনা চুক্তি অনুযায়ী সুদসহ আদায় করা হবে। এতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কোন আর্থিক ক্ষতি হবে না। ইতিমধ্যে কিছু ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনাদায়ী পরিশোধ করেছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ The Chittagong Port Authority Ordinance-1976 এর ধারা ৪৪ মোতাবেক সমস্ত বকেয়া টোল, চার্জ, রেট ভূমি রাজস্ব বকেয়াসমূহ আদায় করার নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী বছরসমূহে এ বিষয়ে নিরীক্ষা আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর- ০৩

শিরোনাম: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের ১,৪০,৭৩,৮৭৫ (এক কোটি চল্লিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার আটশত পচাত্তর) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের ১,৪০,৭৩,৮৭৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে অর্থ ও হিসাব বিভাগের বিল-ভাউচার, বন্দর মাশুলের অনাদায়ী বিবরণী এবং নথি নং-১৮.০৪.০০০০.৮১০. ০৭.০৩৯.২০ এবং সংশ্লিষ্ট কাজে বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জাহাজ মেরামত কাজ সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স আরডেন্ট মেরিন লিমিডেট এর সাথে ১,০৩,৭৪,০০০ টাকা মূল্যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। উক্ত কাজের বিল প্রদানকালে ঠিকাদারের নিকট হতে ৭.৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়। অপরদিকে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম ড্রাইডক এর নিকট হতে পোর্ট ডিউজ অন ভেসেল, বার্থিং, আনবার্থিং চার্জ, পাইলটেজ, মুরিং চার্জ, পানির বিল, নাইট চার্জ, এবং বার্থ হায়ার চার্জ বাবদ প্রাপ্য বিভিন্ন বন্দর মাশুলের ওপর কতিপয় ক্ষেত্রে ৭.৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে কোন ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।

উল্লেখ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৪৯, আইন/২০২০/১১০ মূসক, তারিখঃ ১১/০৬/২০২০ খ্রি. সেবার কোড নং- এস০৩১.০০ মোতাবেক ডকইয়ার্ড এর মূসক উৎসে কর্তনের হার ১০%এবং এসআরও নং-১৪৯, আইন/২০২০/১১০ মূসক, তারিখঃ ১১/০৬/২০২০ খ্রি. সেবার কোড নং- এস ০৩৩.০০ মোতাবেক মূসক উৎসে কর্তনের হার ১৫% হলেও এক্ষেত্রে কোন ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। ফলে অ্যানোড/স্লাব ক্রয় এবং জাহাজ মেরামত কাজে ভ্যাট বাবদ ২,৫৯,৩৫০ টাকা কম আদায় করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বন্দর মাশুলের উপর কম হারে ও কতিপয় ক্ষেত্রে ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের (৭৯,৭৫,৪৬০ + ৫৮,৩৯,০৫৬) = ১,৩৮,১৪,৫২৫ টাকাসহ মোট ১,৪০,৭৩,৮৭৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৩ (১-২)]।**

অনিয়মের কারণ:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৪৯-আইন/২০২০/১১০ মূসক; তারিখ: ১১/০৬/২০২০ খ্রি. সেবার কোড নং-এস ০৩১.০০ এবং এস ০৩৩.০০ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

চবক এর মাশুল আদায় করা যায়নি বিধায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাটও আদায় করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে বন্দর মাশুল আদায় করা হলে তার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাটও যথারীতি আাদায় হয়ে যাবে। এ বিষয়ে ড্রাইডকের সাথে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চলমান। বার্থ হায়ারের হিস্যা নির্ধারিত হলে এবং চবক কর্তৃক আদায়যোগ্য বার্থ হায়ার চার্জ আদায় করা গেলে উক্ত টাকা হতে চিটাগাং ড্রাইডক এর হিস্যা পরিশোধপূর্বক আদায়কৃত ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা করা যাবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন চট্টগ্রাম ডর্ক ইয়ার্ড এর নিকট হতে পোর্ট ডিউজ অন ভেসেল, বার্থিং, আনবার্থিং চার্জ, পাইলটেজ, মুরিং চার্জ, পানির বিল, নাইট চার্জ, এবং বার্থ হায়ার চার্জ বাবদ বকেয়া আদায় না করায় সরকারি রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৪৯- আইন/২০২০/১১০ মূসক; তারিখ: ১১/০৬/২০২০ খ্রি. সেবার কোড নং-এস ০০৩.২০ লঙ্ঘন করে ১০% এর স্থলে ৭.৫% হারে ভ্যাট কর্তন যোগ্য কিন্তু ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

শিরোনাম: চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেড এর জেটিতে বার্থিংকৃত জাহাজের বার্থ হায়ার চার্জ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতি ৩,৮৯,২৭,১০৩ (তিন কোটি উননব্বই লক্ষ সাতাশ হাজার একশত তিন) টাকা।

বিবরণ:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেড এর জেটিতে বার্থিংকৃত জাহাজের বার্থ হায়ার চার্জ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় না করায় সংস্থার ৩,৮৯,২৭,১০৩ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে অর্থ ও হিসাব বিভাগ, বিল/আয় শাখা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত বকেয়া বার্থ হায়ার চার্জের বিবরণীর নথি নং-১৮.০৪.০০০০.৫০০.৩২.১৪৬.১৭ এবং প্রধান অর্থ ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তরের নথি নং-প্রঅওহিরঅ/বিল(আয়)-৮(১৩৮৭/লুজ-১/২৩২) তারিখ: ২৮/০৩/২০১৮ খ্রি. পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্থিং চার্জ বাবদ ৩,৮৯,২৭,১০৩ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। The Chittagong Port Authority Ordinance, 1976 এর ধারা ২১ ও ২৪ অনুযায়ী অনাদায়ি ভাড়া, ফি, টোল, রেইট, মাশুল ও বকেয়া বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায়যোগ্য।

১১/০৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেডের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, চিটাগং ড্রাইডক জেটিটি আউটফিটিং জেটি বিধায় খালি থাকা সাপেক্ষে জেটির ক্ষমতা অনুযায়ী জাহাজ বার্থিং এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বার্থ হায়ার চার্জ শেয়ার বন্দরের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেড ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ যথাক্রমে ৮০% ও ২০% হারে প্রাপ্য হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালন না করার ফলে চবকের প্রাপ্য বার্থ হায়ার চার্জ আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ৩,৮৯,২৭,১০৩ টাকা **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট নং-০৪]।**

অনিয়মের কারণ:

The Chittagong Port Authority Ordinance, 1976 এর ধারা ২১ ও ২৪ ও ১১/০৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে চবক ও চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেডের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

চিটাগাং ড্রাইডক জেটিতে বার্দিংকৃত জাহাজের বিপরীতে বিল প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট বরারর প্রেরণ করা হচ্ছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্টগণ বার্থ হায়ার বিল ড্রাইডকে পরিশোধ করা হচ্ছে মর্মে জানায়। তবে চিটাগাং ড্রাইডক জেটিতে বার্থিংকৃত জাহাজের বার্থ হায়ার ব্যতীত অন্যান্য চার্জ চবক কর্তৃক আদায় করা হচ্ছে। বার্থ হায়ারের বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সহসা সুরাহা হলে বার্থ হায়ার বাবদ চবক এর পাওনাও আদায় হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব স্বীকৃতি মূলক। The Chittagong Port Authority Ordinance, 1976 এর ধারা ৪৪ ও ১১/০৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে চবক ও চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেডের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ আদায়যোগ্য। এ ক্ষেত্রে তা উপেক্ষা করে দীর্ঘদিন বকেয়া আদায় করা হয়নি।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে চবক এর হিসাব বিভাগে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

শিরোনাম: মানবসম্পদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে আউটসোর্সিং নীতিমালা বহির্ভূত প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ বিল পরিশোধ করায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি ২৩,৮৩,৯৩২ (তেইশ লক্ষ তিরাশি হাজার নয়শত বত্রিশ) টাকা।

বিবরণ:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মানবসম্পদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে আউটসোর্সিং নীতিমালা বহির্ভূত প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ বিল পরিশোধ করায় কর্তৃপক্ষের **২৩,৮৩,৯৩২** টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত কার্যালয়ে আউটসোর্সিং নীতিমালা, মাসিক পরিশোধিত ভাউচার এবং সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে ১১৯ জন জনবল সরবরাহের নিমিত্ত ঠিকাদার নিয়োগের জন্য ৮,৪০,৮৯,৩৫০ টাকা প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক মেসার্স ইফাজ ট্রেডার্স এর সাথে ২১/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত জনবলের মাসিক বিল পরিশোধকালে প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ প্রতি মাসে ১,৯৮,৬১১ টাকা হিসাবে (১৯৮৬১১×১২) = ২৩,৮৩,৯৩২ টাকা পরিশোধ করা হয়।

আউটসোর্সিং নীতিমালা-২০১৮ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের, ব্যয় ব্যবস্থাপনা-০৩ শাখার ১০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখের পরিপত্র নং-০৭.১৫৩.০২৯.০৭.০০.০১.২০১৯-২৫৯ মোতাবেক মানবসম্পদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র কমিশন প্রাপ্য হবেন। দেখা যায় যে, জন প্রতি দৈনিক ১৬.৪৬ টাকা কমিশন প্রদান করা সত্ত্বেও মানবসম্পদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে আউটসোর্সিং নীতিমালা বহির্ভূত প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ বিল পরিশোধ করায় শুধু এক অর্থবছরেই কর্তৃপক্ষের ২৩,৮৩,৯৩২ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট নং-০৫]।**

অনিয়মের কারণ:

আউটসোর্সিং নীতিমালা-২০১৮ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যয় ব্যবস্থাপনা-০৩ শাখা কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র নং-০৭.১৫৩.০২৯.০৭.০০.০১.২০১৯-২৫৯; তারিখ: ১০/০৬/২০১৯ খ্রি. এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পিপিআর, ২০০৮ অনুসরণে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে ০৩ বৎসরের জন্য ১১৯ জন জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রাক্কলন প্রস্তুত করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে লোকবল নিয়োগ করা হয়। চুক্তি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সংস্থার কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আউটসোর্সিং নীতিমালা, ২০১৮ আমলে না নিয়ে প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক চুক্তি সম্পাদন করা পূর্বক এবং বিধি বহির্ভূতভাবে প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ বিল পরিশোধ করায় শুধু এক অর্থবছরেই কর্তৃপক্ষের ২৩,৮৩,৯৩২ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

দায়দায়িত্ব নির্ধারণ এবং অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

শিরোনাম: অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত মূল্যসীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক কার ও মাইক্রোবাস ভাড়ার বিল পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ৪,১৫,০৪,৯৫৫ (চার কোটি পনের লক্ষ চার হাজার নয়শত পঞ্চান্ন) টাকা।

বিবরণ:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্থমন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত মূল্যসীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক কার ও মাইক্রোবাস ভাড়ার বিল পরিশোধ করায় সংস্থার ৪,১৫,০৪,৯৫৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে নথি নং-১৮.০৪.০০০০.৪২২.২৬.০০৬.১৯ এবং ১৮.০৪.০০০০.৪২২.২৬.০০৫.১৯, টেন্ডার ডকুমেন্ট, চুক্তিপত্র বিল-ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চট্টগ্রাম অঞ্চলের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য ১৭ টি মাইক্রোবাস এবং ২৩টি কার মাসিক ৬০,০০০ টাকা হিসাবে (৪০×৬০০০০×১২) = ২,৮৮,০০,০০০ টাকার স্থলে ৬,৩২,২৭,৩৫৫ টাকার চুক্তি করা হয়। ফলে (৬,৩২,২৭,৩৫৫-২,৮৮,০০,০০০) = ৩৪,৪২,৭,৩৫৫ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে।

অপরদিকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঢাকা অঞ্চলের জন্য ১০টি মাইক্রোবাস ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য প্রতিটি মাইক্রোবাস মাসিক ৯০,০০০ টাকা হিসাবে (১০×৯০০০০×১২) =১,০৮,০০,০০০ টাকার স্থলে ১,৭৮,৭৭,৬০০ টাকার চুক্তি করা হয়। ফলে (১,৭৮,৭৭,৬০০-১,০৮,০০,০০০) =৭০,৭৭,৬০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে।

অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় স্মারক নং-০৭.০০০০.০০.০৮২.২৬.০০১.১৯.২৭৭; তারিখ: ০৬/০৯/২০২০ খ্রি. অনুযায়ী প্রাইভেট কার/মাইক্রোবাস চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য প্রতিটি মাসিক ৬০,০০০ টাকা হিসাবে এবং ঢাকা অঞ্চলের জন্য প্রতিটি মাসিক ৯০,০০০ টাকা হিসাবে ভাড়া করণের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে চট্টগ্রাম ও ঢাকা অঞ্চলের জন্য অধিক হারে মাইক্রোবাস/কার ভাড়া করায় সংস্থার ক্ষতি ৪,১৫,০৪,৯৫৫ টাকা **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট নং-০৬]।**

অনিয়মের কারণ:

অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় স্মারক নং-০৭.০০০০.০০.০৮২.২৬.০০১.১৯.২৭৭; তারিখ: ০৬/০৯/২০২০ খ্রি. এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৭.০০০০.০০.০৮২.২৬.০০১.১৯.২৭৭; তারিখ: ০৬/০৯/২০২০ খ্রি. পরিপত্রে শুধুমাত্র গাড়ী (বডি) ভাড়ার বিষয়ে উল্লেখ আছে। কিন্তু গাড়ীর জ্বালানী, ট্যাক্স টোকেন, রোড পারমিট, ফিটনেস, ইন্সুরেন্সসহ মেরামত, ব্যাটারী, টায়ার, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বিষয়গুলো পৃথকভাবে ভাড়াকারী কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হয়। চবক এর ক্ষেত্রে গাড়ী ভাড়ায় উপরোক্ত সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেই গাড়ী ভাড়া নেয়া হয়েছে। চবক কে ভাড়া ব্যতিত অন্য কোন ব্যয় পরিশোধ করতে হয়না।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ অর্থমন্ত্রণালয়ের নির্দেশ লঙ্ঘন করে প্রতিটি মাইক্রো বাসের মাসিক ভাড়া ৬০,০০০ টাকার স্থলে ৯০,০০০ টাকা পরিশোধ করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। কার ও মাইক্রোবাস ভাড়া সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত মূল্য সীমার অতিরিক্ত মূল্যে বিল প্রদানের সুযোগ নেই।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

এ বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ ও আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৭

শিরোনাম: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকাস্থ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কক্ষের Remodeling and Interior Decoration of Rooms-এর কাজ সম্পাদন করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ৫,২৮,৮৪,৮৮৫ (পাঁচ কোটি আটাশ লক্ষ চুরাশি হাজার আটশত পঁচাশি) টাকা।

বিবরণ:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকাস্থ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কক্ষের Remodeling and Interior Decoration of Rooms এর কাজ সম্পাদন করায় সংস্থার ৫,২৮,৮৪,৮৮৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় নথি নং-১৮.০৪.০০০০.৩২৮.০৭.০০৫.২০; টেন্ডার ডকুমেন্ট ও বিল-ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভোক্তার চাহিদা ব্যতিত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ৮ম তলার ১৯ টি কক্ষ এবং ১৪ তলার ৮টি কক্ষসহ মোট ২৭ টি রুমের Remodeling and Interior Decoration of (MOS) Rooms শীর্ষক কাজের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান United Corporation কে ১৮/০১/২০২১ খ্রি. তারিখে NOA প্রদান এবং ২১/০১/২০২১ খ্রি. তারিখে ৫,২৮,৮৪,৮৮৫ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করে।

মন্ত্রণালয়ের কোন রুমের Interior Decoration করতে হলে তাদের নিজস্ব বাজেট হতে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃক সচিবালয়ের ৮ম তলার ১৯ টি কক্ষ এবং ১৪ তলার ৮টি কক্ষসহ মোট ২৭ টি কক্ষের Interior Decoration এর জন্য পরিশিষ্টে বর্ণিত আইটেমসমূহের কাজ বাবদ ৫,২৮,৮৪,৮৮৫ টাকার চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় এবং নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত ৩টি চলতি বিলের মাধ্যমে ৪,৯৮,৯৯,৬৫৫ টাকা পরিশোধ করা হয়।

জিএফআর এর বিধি, ১০(১) অনুযায়ী নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত বিধি পরিপালন না করায় সংস্থার ৫,২৮,৮৪,৮৮৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট নং-০৭]।**

অনিয়মের কারণ:

জিএফআর বিধি, ১০(১) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

কাজটি নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশনায় এবং সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ের আদেশক্রমে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। মন্ত্রণালয়ের অধীন সচিবালয়ের কোন রুমের Interior Decoration করতে হলে তাদের নিজস্ব বাজেট হতে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। সুতরাং মন্ত্রণালয়ের অধীন সচিবালয়ের কোন রুমের Interior Decoration এর কাজ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর বাজেট থেকে করার সুযোগ নেই।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৮

শিরোনাম: ১৬৩,১৩,৪১,৫০৮ (একশত তেষট্টি কোটি তের লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশত আট) টাকার বিল-ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথি নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।

বিবরণ:

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীন Construction of Patanga Container Terminal (PCT) ও Navigability Enhancement in Karnaphuli River by garbage removal and dredging from Sadarghat to Bakaliar Char শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ১৬৩,১৩,৪১,৫০৮ টাকার বিল-ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথি নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।

নিরীক্ষায় নথি-১৮.০৪.০০০০.৩২৯.১.০৩৯.১৭ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Construction of Patanga Container Terminal (PCT) শীর্ষক প্রকল্পের পূর্ত কাজসমূহ সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, আর বি সি বি ভি এইচ শাখা, চট্টগ্রাম, হিসাব নং-০০৯৩-০২১০০০০৬৬৬, চেক নং-সিডি-১০০-৬৬৬৩৫৪১; তারিখ-২০/৫/২১খ্রি. এর মাধ্যমে অগ্রিম ১৬৩,১৩,৪১,৫০৮ টাকা প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ এর ধারা ৩৮(২)- ৩৮(৩) মোতাবেক বাংলাদেশ কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করবেন। অধিকন্তু বাংলাদেশ সংবিধানের আর্টিকেল, ১২৮(১) এবং অ্যাডিশনাল ফাংশন্স অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) মোতাবেক মহা হিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দান এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি কিংবা সেই প্রয়োজনে তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সকল নথি, রসিদ, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জামিন, ভান্ডার বা অন্য প্রকার সরকারি সম্পত্তি পরীক্ষার অধিকারি। আলোচ্য ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদসমূহের নির্দেশনা পরিপালন না করে নিরীক্ষায় বিল ভাউচার উপস্থাপন করা হয়নি।

আরো উল্লেখ্য যে, সিপিডব্লিউ এ কোড এর প্যারা নং-৩১৫ হতে ৩১৮ এর নির্দেশ মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে কাজটি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক নির্দেশনা যেমন- স্পেসিফিকেশন, প্ল্যান ও নকশা অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কিত প্রত্যয়ন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী প্রদান করলে অনুমোদিত প্রাক্কলন, এমবি এবং ভাউচার এর কাজ যথাযথ ভাবে যাচাইয়ের পর কার্য সম্পাদনকারীকে সরকারি তহবিল হতে অর্থ পরিশোধ করা যায়। এক্ষেত্রে তা পরিপালন ব্যতিরেকে শুধুমাত্র পে-অর্ডার এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট নং-০৮]।**

অনিয়মের কারণ:

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর ধারা ৩৮(২) ও ৩৮(৩), বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ, ১২৮(১) ও অ্যাডিশনাল ফাংশন্স অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

সেনাবাহিনীকে অগ্রিম প্রদত্ত ১৬৩,১৩,৪১,৫০৮ টাকার যাবতীয় নথিপত্রসহ পূর্ত কাজের অন্যান্য নথিপত্রের জন্য সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জি: কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে কোন ব্যয় হয় নাই। প্রকল্পের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আর্থিক ব্যয় বুকিং এবং রানিং বিল পরিশোধ সংক্রান্ত কাজে বিল ভাউচার সংক্রান্ত নথি অর্থ ও হিসাব বিভাগে থাকায় প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ পিসিটি প্রকল্পের বিপরীতে সেনাবাহিনীকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করা হলেও অর্থ প্রদানের বিপরীতে বিল-ভাউচার নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষণযোগ্য।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৯

শিরোনাম: বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর নিকট হতে পোর্ট ডিউজ অন ভেসেল, বার্থিং, আন-বার্থিং টাগ, পাইলটেজ, মুরিং চার্জ, পানির বিল, নাইট চার্জ এবং বার্থ হায়ার বাবদ অনাদায় ৫,৩১,৬৯,৭৩৯ (পাঁচ কোটি একত্রিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার সাত শত উনচল্লিশ) টাকা।

বিবরণ:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর নিকট হতে পোর্ট ডিউজ অন ভেসেল, বার্থিং, আনবার্থিং টাগ, পাইলটেজ, মুরিং চার্জ, পানির বিল, নাইট চার্জ এবং বার্থ হায়ার বাবদ ৫,৩১,৬৯,৭৩৯ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

নিরীক্ষাকালে অর্থ ও হিসাব বিভাগ, বিল/আয় শাখা কর্তৃক সরবরাহকৃত বকেয়া বার্থ হায়ার চার্জের বিবরণী হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর নিকট হতে পোর্ট ডিউজ অন ভেসেল, বার্থিং, আন-বার্থিং, পাইলটেজ, মুরিং চার্জ এবং বার্থ হায়ার বাবদ ০১/০৭/২০২০ হতে ৩১/০৬/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত ৫,৩১,৬৯,৭৩৯ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

The Chittagong Port Authority Ordinance, 1976 এর ধারা ২১ ও ২৪ অনুযায়ী অনাদায়ি ভাড়া, ফি, টোল, রেইট, মাশুল ও বকেয়া বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায়যোগ্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালন না করার ফলে ৫,৩১,৬৯,৭৩৯ টাকা অনাদায়ী রয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট নং-০৯]**।

অনিয়মের কারণ:

The Chittagong Port Authority Ordinance, 1976 এর ধারা ২১ ও ২৪ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের অনুকুলে টাগ, পানি সরবরাহ, পাইলটেজ ইত্যাদি বিল প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হচ্ছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনানুযায়ী বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজ খাতে সকল প্রকার পোর্ট চার্জেস বিল আদায় স্থগিত রাখা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়ে ইতিপূর্বে বোর্ড সিদ্ধান্ত নং-১৫০৭০, তারিখ-২৯/৯/১৫ খ্রি. অনুযায়ী চবক এর জাহাজ খাতে বিভিন্ন পাওনা বকেয়া পরিশোধের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর বরাবরে ৪(চার) দফায় তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জাহাজে সরবরাহকৃত পানির বকেয়া বিলের অর্থ ব্যতীত অন্যান্য খাতে চবক এর বকেয়া অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে না। বিএসসির অনুকূলে বর্তমানে ০২(দুই)টি জাহাজ চলমান রয়েছে এবং উক্ত জাহাজদ্বয় চবক এর টাগও পানিসহ বিভিন্ন ধরনের বন্দর সেবা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চবক হতে কোন এনওসি গ্রহণ করছে না। তা চবক এর বিশেষ বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বোর্ড সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে উক্ত মতে পোর্ট ডিউজ, বার্থিং, আনবার্থিং, টাগ, পানি, পাইলটেজ ইত্যাদি চার্জ আদায় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ The Chittagong Port Authority Ordinance, 1976 এর ধারা ২১ ও ২৪ অনুযায়ী বকেয়া আদায় করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী বছরসমূহে এ বিষয়ে নিরীক্ষা আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে চবক এর হিসাব বিভাগে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

তারিখ: বঙ্গাব্দ।
০৬/০২/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

মহাপরিচালক
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা

৫—

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিলামে বিক্রিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য হিস্যা আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্র. নং	অর্থবছর	মাসের নাম	প্রাপ্য টাকার পরিমাণ	কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশোধিত টাকা	বকেয়া টাকার পরিমাণ
১	৩	৪	৫	৬	৭
০১	২০২০-২০২১	জুলাই/২০২০	৬৫,৩৫,৬৯০.৪০	-	৬৫,৩৫,৬৯০.৪০
		আগস্ট/২০২০	১,০৭,২৭,৯৯০.১০	-	১,০৭,২৭,৯৯০.১০
		সেপ্টেম্বর/২০২০	১,৭৫,৯৩,৮০০.০০	-	১,৭৫,৯৩,৮০০.০০
		অক্টোবর/২০২০	১,২৮,২১,৭৩২.০০	-	১,২৮,২১,৭৩২.০০
		নভেম্বর/২০২০	১,১৯,১০,২৮১.৬০	-	১,১৯,১০,২৮১.৬০
		ডিসেম্বর/২০২০	১,১৮,৪৯,১৫৫.০০	-	১,১৮,৪৯,১৫৫.০০
		জানুয়ারি/২০২১	১,৩৭,৪৭,০১৩.৪০	-	১,৩৭,৪৭,০১৩.৪০
		ফেব্রুয়ারি/২০২১	১,৭৭,১৮,৬৩৭.৫০	-	১,৭৭,১৮,৬৩৭.৫০
		মার্চ/২০২১	১,৫৭,০৫,৫৮২.১৫	-	১,৫৭,০৫,৫৮২.১৫
		এপ্রিল/২০২১	৪২,৬৭,৩৭০.০০	-	৪২,৬৭,৩৭০.০০
		মে/২০২১	১,১০,১৯,১০৬.০০	-	১,১০,১৯,১০৬.০০
		জুন/২০২১	২,৭২,১৯,৭৫৬.০০	-	২,৭২,১৯,৭৫৬.০০
		মোট=	১৬,১১,১৬,১১৪.১৫	-	১৬,১১,১৬,১১৪.১৫

পরিশিষ্ট নম্বর-০২

বিভিন্ন ব্যক্তি/সংস্থার নিকট ভূমি ইজারার অর্থ অনাদায়ী থাকায় বন্দরের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	ইজারাদার/লাইসেন্সীগণের নাম	বকেয়া ভাড়ার পরিমান (টাকা)
১	সুজাকাটগড়	বাংলাদেশ মৎসজীবি সমবায় সমিতি লি:	২,৪০,৫৪৪.৪০
২	সুজাকাটগড়	মোঃ আইয়ুব খান	২,১৮,৭১২.০০
৩	সুজাকাটগড়	আবদুর রাজ্জাক ও অন্যান্য	১৯,৫০,২১৭.০০
৪	সুজাকাটগড়	বাংলাদেশ মৎসজীবি সমবায় সমিতি লি:	২১,১২,৯৫৩.০০
৫	সুজাকাটগড়	রং বাহার খাতুন ও অন্যান্য	১,৫৬,৯৪৯.২০
৬	সুজাকাটগড়	জাকির মোহাম্মদ/শফিউল্যাহ সওদাগর	১,২৯,৮২০.০০
৭	সুজাকাটগড়	হারুনুর রশিদ চৌঃ গং	৪৫,৩৮০.০০
৮	সুজাকাটগড়	ছিদ্দিক আহাম্মদ	৪৪,২০২.৩৬
৯	সুজাকাটগড়	সলিমা আক্তার	২,৭১,৫৮৩.৬০
১০	সুজাকাটগড়	সলিমা আক্তার	২,১৩,৮৫৮.৬০
১১	সুজাকাটগড়	মনছব আলী চৌঃ/হারুনুর রশিদ চৌঃ	৪,৩১,৪৪৮.২০
১২	সুজাকাটগড়	হামিদা বেগম/মহিউদ্দিন	৩,৫৯,৯৯৮.৬৬
১৩	সুজাকাটগড়	বাংলাদেশ বন বিভাগ	১,৩৯,০৯,০০৩.৪৫
১৪	সুজাকাটগড়	শের মোহাম্মদ	১,৮৭,৩২৫.০০
১৫	সুজাকাটগড়	আবুল হোসেন ও অন্য ২ জন	৯২,৯৪৫.৪৫
১৬	সুজাকাটগড়	হাফেজ আহাম্মদ গং	১০,২৪,৯৯৭.১৬
১৭	সুজাকাটগড়	মজিবুল হক ও অন্যান্য/ সিরাজুল হক ও অন্যান্য	১,২০,৩০৬.৭০
১৮	সুজাকাটগড়	ইছাক ও অন্যান্য	১,৬২,৪৪১.১৬
১৯	সুজাকাটগড়	মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	২,০৮,৭৮,৩৯৮.০০
২০	সুজাকাটগড়	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	৬৬,৩৭,১৩৫.১৩
২১	মধ্যম হালিশহর	ট্রাক মালিক এন্ড কন্ট্রাকট্রর এসোসিয়েশন	১২,৩২,০২৯.০০
২২	মধ্যম হালিশহর	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন	৩,১১,৩১,৩৮৬.৭৬
২৩	মধ্যম হালিশহর	বি এস সি মেরিন ওয়ার্কশপ	১,২৬,১০,৭৬৪.২৯
২৪	গোসাইলডাঙ্গা	পারভীন কাজী এন্ড পার্টনার	৩,৭৪,২৫৪.৫৬
২৫	গোসাইলডাঙ্গা	এম এ মালেক এন্ড কোং	৪,৮২,৮৪১.০০
২৬	গোসাইলডাঙ্গা	আবদুল মান্নান রানা ও অন্যান্য	১,৯৬,২৫৫.৪৪
২৭	গোসাইলডাঙ্গা	আবুল কাশেম গং	১,০১,২৪৮.৫০

৫

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	ইজারাদার/লাইসেন্সীগণের নাম	বকেয়া ভাড়ার পরিমান (টাকা)
২৮	পতেঙ্গা সাইড	মোঃ ইলিয়াছ ব্রাদার্স (প্রাঃ) লিমিটেড	৬,৮৪,৭৪৪.৮৫
২৯	পতেঙ্গা সাইড	চিটাগাং ড্রাইডগ লি.	১৯,২৩,৩৭,৪৯৭.৬৬
৩০	পতেঙ্গা সাইড	ইনকনট্রেড লি.	১,৫৪,২৬,২৮৮.০০
৩১	পতেঙ্গা সাইড	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন	৭,৪৩,০৮৯.৮০
৩২	পতেঙ্গা সাইড	মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেক পোস্ট	১৭,০৯,৫৫৫.৬১
৩৩	পতেঙ্গা সাইড	খাদ্য বিভাগ	৩,৬২,৮০,৮৪৭.৫২
৩৪	পতেঙ্গা সাইড	চট্টগ্রাম বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ	১,০১,৮৯,৯০৭.৬৮
৩৫	পতেঙ্গা সাইড	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	১,৪৮,১৯,৭৯০.০৪
৩৬	পতেঙ্গা সাইড	বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স	১৮,২৯,০৫৫.০০
৩৭	পতেঙ্গা সাইড	কমিশনার অব কাস্টমস্	৬৬,৯৪,৫৭৭.৫৮
৩৮	পতেঙ্গা সাইড	খাদ্য বিভাগ (ফুড সাইলো)	৫,৯৮,৪৩,১১৩.৫২
৩৯	পতেঙ্গা সাইড	বেঙ্গল আসাম রাইস মিল	৩৫,১০০.০০
৪০	পতেঙ্গা সাইড	ইউসুফ মিয়া	৩৬,৪০০.০০
৪১	পতেঙ্গা সাইড	জাহাঙ্গীর আলম	৮,০৭৬.০০
৪২	পতেঙ্গা সাইড	আবু সৈয়দ	১১,৭০০.০০
৪৩	পতেঙ্গা সাইড	বজলুল করিম	৩,২৫০.০০
৪৪	পতেঙ্গা সাইড	কর্ণফুলী শীপ বিল্ডার্স লি.	২১,২১,৬০০.০০
৪৫	পতেঙ্গা সাইড	কর্ণফুলী শীপ বিল্ডার্স লি.	১১,০২,৫০০.০০
৪৬	পতেঙ্গা সাইড	বি আই ডব্লিউ টি সি	২৭,৪২,৬৫৬.০০
৪৭	পতেঙ্গা সাইড	হাজী ছাবের আহাম্মদ টিম্বার	৩০,৮০,৬২৫.০০
৪৮	পতেঙ্গা সাইড	নুরজাহান সুপার অয়েল	১৬,৯১,২৫০.০০
৪৯	পতেঙ্গা সাইড	গ্লোবাল শীপ বিল্ডার্স	১৫,৬০,০০০.০০
৫০	পতেঙ্গা সাইড	রুমানা আইস কমপ্লেস লিঃ	১,৫৯,২৫০.০০
৫১	পতেঙ্গা সাইড	হাজী দৌলত আইস ফ্যাক্টরী	২,৬০,২০০.০০
৫২	পতেঙ্গা সাইড	ইস্টার্ন মেরিন শীপ ইয়ার্ড (প্রাঃ)	১৫,১৪,৭৫০.০০
৫৩	পতেঙ্গা সাইড	রিলায়েন্স এ্যাসেটস্ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিডি) লি.	৫,১২,২০০.০০
৫৪	পতেঙ্গা সাইড	এফ এম সি ডক ইয়ার্ড	১২,৮৫,৮৭৫.০০
৫৫	পতেঙ্গা সাইড	এফ এম সি ডক ইয়ার্ড	১৪,২৮,৬২৫.০০
৫৬	পতেঙ্গা সাইড	ফোর স্টার মেরিন ডক ইয়ার্ড	১,৩৮,৩৫০.০০
		মোট=	৪৫,৩৫,৬৭,৮৭২.৮৮

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৩
পরিশিষ্ট নম্বর: ০৩

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	নথি নং	আদায়যোগ্য ভ্যাট
১	নৌ প্রকৌশলী বিভাগ	১৮.০৪.০০০০.৮১০.০৭.০৩৯.২০	২,৫৯,৩৫০
২	অর্থ ও হিসাব বিভাগ	১৮.০৪.০০০০.৫০০.৩২.১৪৬.১৭	১,৩৮,১৪,৫২৫
		মোট=	১,৪০,৭৩,৮৭৫

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৩

পরিশিষ্ট নম্বর: ০৩(১)

চবক, নৌ প্রকৌশল বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ক্রঃ নং	কাজের বনাম	ঠিকাদারের নাম/NOA নং	পরিশোধিত মূল্য	কর্তনযোগ্য ভ্যাট (১০% হারে)	কর্তনকৃত ভ্যাট (৭.৫০% হারে)	আদায়যোগ্য ভ্যাট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (৫-৬)
১	চবক-এর বিভিন্ন জাহাজের জন্য জিংক স্লাব ক্রয়	মেসার্স আরডেন্ট মেরিন লিমিটেড মেমো নং-১৮.০৪.০০০০.৮১০.০৭.০৩৯.২০/৫৭৪; তারিখ: ০৩/১১/২০২০	১,০৩,৭৪,০০০	১০,৩৭,৪০০	৭,৭৮,০৫০	২,৫৯,৩৫০
					মোট=	২,৫৯,৩৫০

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৩

পরিশিষ্ট নম্বর: ০৩(২)

অর্থ ও হিসাব বিভাগ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	সময়কাল	বন্দর মাশুলের পরিমান (টাকা)	কর্তনযোগ্য ভ্যাট ১৫% (টাকায়)	কর্তনকৃত ভ্যাট ০%	প্রাপ্য ভ্যাট (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন	০১/০৭/২০২০ খ্রি. হতে ৩০/০৬/২০২১ খ্রি.	৫,৩১,৬৯,৭৩৯	৭৯,৭৫,৪৬০	০	৭৯,৭৫,৪৬০
০২	চট্টগ্রাম ড্রাইডক লি:		৩,৮৯,২৭,১০৩	৫৮,৩৯,০৬৫	০	৫৮,৩৯,০৬৫
					মোট=	১,৩৮,১৪,৫২৫

চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেড এর জেটিতে বার্থিংকৃত জাহাজের বার্থ হায়ার চার্জ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্র. নং	বকেয়ার বিবরণ	বকেয়ার সময়কাল	বকেয়ার পরিমাণ
১	২	৩	৪
০১	চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেডের জেটিতে বার্থিংকৃত জাহাজের বার্থ হায়ার চার্জ বকেয়া	০১ জুলাই-২০২০ হতে ৩০ জুন-২০২১	৩,৮৯,২৭,১০৩

পরিশিষ্ট নম্বর-০৫

মানবসম্পদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে আউটসোর্সিং নীতিমালা বহির্ভূত প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ বিল পরিশোধ করায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	কাজের নাম ও বিবরণ	পরিশোধের খাত	মাসের নাম	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
০১	আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী নিয়োজিত ১১৯ জন জনবলের বেতন-ভাতা ও বিল সংক্রান্ত	প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ পরিশোধ	জুলাই-২০২০	১,৯৮,৬৬১
			আগস্ট-২০২০	১,৯৮,৬৬১
			সেপ্টম্বর-২০২০	১,৯৮,৬৬১
			অক্টোবর-২০২০	১,৯৮,৬৬১
			নভেম্বর-২০২০	১,৯৮,৬৬১
			ডিসেম্বর-২০২০	১,৯৮,৬৬১
			জানুয়ারী-২০২১	১,৯৮,৬৬১
			ফেব্রুয়ারী-২০২১	১,৯৮,৬৬১
			মার্চ-২০২১	১,৯৮,৬৬১
			এপ্রিল-২০২১	১,৯৮,৬৬১
			মে-২০২১	১,৯৮,৬৬১
			জুন-২০২১	১,৯৮,৬৬১
			মোট=	২৩,৮৩,৯৩২

অর্থমন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত মূল্যসীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক কার ও মাইক্রোবাস ভাড়ার বিল পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্র. নং	কাজের নাম	ঠিকাদারের নাম	গাড়ীর সংখ্যা	চুক্তি মূল্য (টাকা)	পরিশোধিত বিল (টাকা)	পরিশোধযোগ্য বিল (টাকা)	অতিরিক্ত পরিশোধ (টাকা)
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯ (৭-৮)
০১	চবকের বিভিন্ন বিভাগের জন্য ভাড়ায় মাইক্রোবাস/কার সংগ্রহ (ঢাকা অঞ্চল)	M/S Roxy Construction	১০টি	১,৭৮,৭৭,৬০০	১,৭৮,৭৭,৬০০	১,০৮,০০,০০০	৭০,৭৭,৬০০
	চবকের বিভিন্ন বিভাগের জন্য ভাড়ায় মাইক্রোবাস সংগ্রহ (চট্টগ্রাম অঞ্চল)	M/S Sagar Motor Works	১৭টি	২,৯৮,২৭,৮৫৫	২,৯৮,২৭,৮৫৫	১,২২,৪০,০০০	১,৭৫,৮৭,৮৫৫
	চবকের বিভিন্ন বিভাগের জন্য ভাড়ায় মাইক্রোবাস সংগ্রহ (চট্টগ্রাম অঞ্চল)	M/S Roxy Construction	২৩টি	৩,৩৩,৯৯,৫০০	৩,৩৩,৯৯,৫০০	১,৬৫,৬০,০০০	১,৬৮,৩৯,৫০০
						মোট=	৪,১৫,০৪,৯৫৫

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকাস্থ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কক্ষের **Remodeling and Interior Decoration of Rooms**-এর কাজ সম্পাদন করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

আইটেম নং	কাজের বিবরন	ইউনিট সংখ্যা	পরিমান	ইউনিট প্রাইজ (টাকা)	মোট টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬ (৪×৫)
	Part-A: Ministry of Archive Display				
১	Site preparation: Dismantling of existing Archive Display carefully with removal of the debris to a suitable place	Sqm	১৫	৮০৭	১২,১০৫
২	New archive Display Materials: 18mm partex gorjon	Sqm	১৫	৪০৬৭৩	৬,১০,০৯৫
	Part-B: Interior Works of different Room at 8th floor & 14th floor				
১	Dismantling of existing Furniture thai partition	Sqm	১০৩৪	৪৮৫	৫,০১,৪৯০
২	Full high Cabinet	Sqm	২২১	১৬১৪০	৩৫,৬৬,৯৪০
৩	Low High Cabinet	Sqm	৬৬	১৬১৪০	১০,৬৫,২৪০
৪	Over Hang Cabinet	Sqm	১৮২	১৬১৪০	২৯,৩৭,৪৮০
৫	Table with side table	Job	৯	৬৭৫০০	৬,০৭,৫০০
৬	Officer table with side table	Job	৩৭	২৪০০০	৮,৮৮,০০০
৭	Door modification	Sqm	.১৫	৫৬৪৯০	৮,৪৭৩
৮	Aluminium partition Office Cubicale Workstation				
	a. Partition materials	Sqm	২৪৪	৭২৬৩	১৭,৭২,১৭২
	b. Desk top materials	Sqm	৫৮	৬৪৫৬	৩,৭৪,৪৪৮
	c. Mobile Drawer Unit	Sqm	৭.২৫	৩২২৮০	২,৩৪,০০০
৯	Conference Table	Job	১	১৮০০০০	১,৮০,০০০
১০	Decorative Wooden ceiling	Sqm	২৮৪	৯৬৮৪	২৭,৫০,২৫৬
১১	Wall & Column Cladding	Sqm	১৫৯	৮০৭০	১২,৮৩,১৩০
১২	Sofa & center Table				
	a. Standared Quality Sofa for Official use	Seat	৪১	২৪০০০	৯,৮৪,০০০
	b. Standared quality center table	Nos	৯	১৫০০০	১,৩৫,০০০
১৩	Glass Door & Drop ceiling				
	a. Drop ceiling for glass	sqm	৬১৪	৪৮৪২	২৯,৭২,৯৮৮
	b. 10 mm glass partition	sqm	২২০	৬৪৫৬	১৪,২০,৩২০
	c. 10 mm glass door (2`-6'' x 7'')	sqm	৫	৪১৯৬৪০	২০,৯৮,২০০

আইটেম নং	কাজের বিবরন	ইউনিট সংখ্যা	পরিমান	ইউনিট প্রাইজ (টাকা)	মোট টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬ (৪×৫)
১৪	Electrical, telecommunication and internet service				
	a. Electrical wiring for lights and power points.	sqm	১০০০	৮০৭	৮,০৭,০০০
	b. LED panel light(12 watt)	Point	৪৭০	১৪২৫	৬,৬৯,৭৫০
	c. LED Strip light (12 watt)	Rm	১৯৯	৯৮৪	১,৯৫,৮১৬
	d. Switch power points and double internet socket	point	৬১৪	১১২৫	৬,৯০,৭৫০
	e. Ceiling moving fan	Nos	১১০	৯০০০	৯,৯০,০০০
	f. Concealed distributed networking	point	২৮৪	২৪০০	৬,৮১,৬০০
১৫	Others				
	a. Relocate dish connection	point	৯	১৮০০	১৬,২০০
	b. Best quality plastic paint	sqm	১৭৬৮	৪০৪	৭,১৪,২৭২
	c. Vertical blinds	Rm	৯৮৬	৮৮৬	৮,৭৩,৫৯৬
	d. Transport, labor for lifting	job	৩১	১৫০০০	৪,৬৫,০০০
১৬	Renovation toilet				
	a. Best quality toilet tiles	sqm	১০৪	৪৫২০	৪,৭০,০৮০
	b. WC	nos	৫	৩৬০০০	১,৮০,০০০
	c. Basin	nos	৫	১৫০০০	৭৫,০০০
	d. Angle stop cock	nos	১০	১২০০	১২,০০০
	e. Connection pipe	nos	১০	৩০০	৩,০০০
	f. Basin pillar cock	nos	৫	৩৭৫০	১৮,৭৫০
	g. Towel rail	nos	৫	১২৭৫	৬,৩৭৫
	h. Tissue holder	nos	৫	৭৫০	৩,৭৫০
	i. Mirror glass shelf	nos	৫	১৮০০	৯,০০০
	j. Comomd shower	nos	৫	১২৭৫	৬,৩৭৫
	Part –c Renovation common wash room at 8th floor and 14th floor				
১	Site prepation : dismantling of existing wall	sqm	১০১	৫৮১০	৫,৮৬,৮১০
২	Door: swing door-supplying	sqm	১৫	২৯২৫০	৪,৩৮,৭৫০
৩	Wooden ceiling materials	sqm	৯৯	৯৬৮৪	৯,৫৮,৭১৬
৪	Brick wall				
	a. 5 `` Brick wall	sqm	১৩৪	২৪২১	৩,২৪,৪১৪
৫	Tiles				
	a. 1` x 1` Floor tiles	sqm	১২২	৪৫২০	৫,৫১,৪৪০

আইটেম নং	কাজের বিবরন	ইউনিট সংখ্যা	পরিমান	ইউনিট প্রাইজ (টাকা)	মোট টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬ (৪×৫)
	b. 1`` x 2`` wall tiles	sqm	৩১৩	৪৫২০	১৪,১৪,৭৬০
৬	Renovation Toilet				
	a. Plumbing line	nos	৩৩	১০২০০	৩,৩৬,৬০০
	b. WC	nos	১৫	২৩২৫০	৩,৪৮,৭৫০
	c. Basin	nos	১২	১৪২৫০	১,৭১,০০০
	d. Urinal	nos	৬	৬৭৫০	৪০,৫০০
	e. Angle stop cock	nos	৬০	১২০০	৭২,০০০
	f. Connection pipe	nos	১২০	৩০০	৩৬,০০০
	g. Basin pillar cock	nos	১২	৪২০০	৫০,৪০০
	h. Towel rail	nos	১৫	১৮৭৫	২৮,১২৫
	i. Tissue holder	nos	৩৩	৯০০	২৯,৭০০
	j. Mirror glass shelf	nos	১৮	৪৫০০	৮১,০০০
	k. Commod shower	nos	১৫	১৮০০	২৭,০০০
	l. Labor	nos	৩৩	১০৫০০	৩,৪৬,৫০০
৭	Electrical work				
	a. Concealed distributed electrical	Sqm	১০১	৮০৭	৮১,৫০৭
	b. LED panel light (12 watt)	Point	৩৬	১৪২৫	৫১,৩০০
	c. Different type of switch, power points	point	৩৬	১১২৫	৪০,৫০০
	d. Exhaust fan	Nos	১৮	৪৫০০	৮১,০০০
৮	Others				
	a. Best quality plastic paint	Sqm	৭৮	৪০৪	৩১,৫১২
	b. Transport, labor for lifting	job	৩	৪৫০০০	১,৩৫,০০০
	Part-D Works for lift lobby and corridor on 8th floor				
১.	Different works at lift	job	১	১০৯৫২৯৬০	১,০৯,৫২,৯৬০
	Part-E AC for 8th floor and 14th floor				
১.	AC approved as per authority	nos	১৪	২০২৫০০	২৮,৩৫,০০০
	Part- F: Consultancy and Supervision				
১.	Design	sqm	১৭২০	৬৪৫	১১,০৯,৪০০
২.	Supervision	sqm	১৭২০	৩২৩	৫,৫৫,৫৬০
				মোট =	৫,২৮,৮৪,৮৮৫.৫০

বিল-ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথি নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করার বিবরণীঃ

ক্র. নং	বিবরন ও নথি নং	চেক নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকার পরিমান
১	২	৩	৪
০১	Construction of Patanga Container Terminal (PCT) নথি নং-১৮.০৪.০০০০.৩২৯.১.০৩৯.১৭	সিডি-১০০-৬৬৬৩৫৪১ তারিখ: ২০/০৫/২০২১	১৬৩,১৩,৪১,৫০৮

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৯

পরিশিষ্ট নম্বর-০৯

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর নিকট হতে পোর্ট ডিউজ অন ভেসেল, বার্থিং, আন-বার্থিং টাগ, পাইলটেজ, মুরিং চার্জ, পানির বিল, নাইট চার্জ এবং বার্থ হায়ার বাবদ অনাদায়ী অর্থের বিবরণীঃ

ক্র. নং	বকেয়ার বিবরণ	বকেয়ার সময়কাল	বকেয়ার পরিমান
১	২	৩	৪
০১	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর নিকট হতে পোর্ট ডিউজ অন ভেসেল, বার্থিং, আন-বার্থিং, পাইলটেজ, মুরিং চার্জ এবং বার্থ হায়ার বাবদ বকেয়া	০১ জুলাই-২০২০ হতে ৩০ জুন-২০২১	৫,৩১,৬৯,৭৩৯

মহাপরিচালক
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা

তারিখঃ ________ বঙ্গাব্দ।
০৬/০২/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

বিজি প্রেস: ৭০৫৯/২০২২-২৩কম-এ(৬)—৭২০০ বই,

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট ভবন

৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

www.cag.org.bd